

"I may disagree of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - Voltaire

## অস্বাভাবিক ডাবনা - ৭

সংশয়-ই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। However, there is no short-cut way in science! It does progress step-by-step. It does evolve little-by-little!

The World ought to know by now that the so-called "authentic" traditional Hadiths has nothing to do with Islam in rational sense. The traditional Hadiths can only be treated as some historical evidences and some extra sources. When a person talks about Islam he/she must talk in the light of Qur'an alone. None should amalgamate the Qur'an and the traditional Hadiths. Everybody should discuss/criticize Qur'an, Muhammad, and Islam based on the Qur'an alone. A lot of problems and misconceptions will easily be solved in this way.

"The Idea that one cannot understand *al-Islam* by rational sense is a plot devised by the enemies to enslave humankind. The brain is the greatest asset a human being possesses. Therefore, the attempt to take it away is the worst crime against humanity. **The idea that no one can understand the Qur'an except through *al-Hadith* is another plot to steal the Qur'an so that they become easy prey for enslavement.**" - Idris Omeiza

"The story is that the enemies (as usual) tried to adulterate the Qur'an (like they did to the previous Books) but without success. They therefore invented *al-Hadith* and placed it above the Qur'an. It is not a coincidence that the laws of both the Sunnis and Shias are based on *al-Hadith* instead of the Qur'an. For instance, Allah only makes four types of food '*haram*' (Q.2:173) and stresses it in several places of the Qur'an but through *al-Hadith*, illegal legislation is made concerning it and both the Sunnis and the Shias today follow the illegal legislation in opposition to the Qur'an. A Muslim first refers to *al-Qur'an* for guidance then any other source of wisdom where he may need further clarification." - Idris Omeiza

"A genuine Hadith (if found), can only serve as an extra explanation for the Qur'an - **there is no scientific way yet to get to a genuine *Hadith* apart from the ones recorded in the Qur'an.** What we have presently (under the name *al-Hadith*) are mere conjectures. This does not mean that none of the conjectures is useful. The Qur'an and rational sense remain the yardsticks for judging all sayings including those conjectures. The Prophet was guided by the Qur'an and al-Qur'an alone. The Qur'an is the only Imam and the only Legislator. **Obey the Prophet is a delegated authority and it extends to all Leaders at their specific time.**" - Idris Omeiza

"They were not able to destroy the Qur'an so they closed it instead, and made 'the Book', a 'holy object'. We should once again turn it into 'the Book' and read it, for the word *Qur'an* means just this." - Ali Shariati

Qur'an doesn't recognize the traditional Hadiths!

"I may disagree of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - Voltaire

"A child (because he does not have will-power) can not be regarded to be a Mumin or a Kafir. An Adult who is ignorant of al-Islam or is yet to be convinced of it can not be regarded to be a Mumin or a Kafir either." - Idris Omeiza

"Al-Iman has various meanings depending on the context in which it is used. Among the meanings are; Awareness, Faith and Decision. If anybody chooses the rational way, he/she is said to have *al-Iman* if not he is a *Kafir*. The Decision that a person takes to avoid the reality is known as *al-Kufr*." - Idris Omeiza

"There is nothing like going round the Kaabah seven times and nothing like throwing stone at some other stones - they have no traces in the Qur'an. Going forth and back from *Safa* and *Marwa* is optional." - Idris Omeiza

"Al-Islam is a practical life and not a traditional set-up. A Muslim is an aware person and not a cultural person. Al-Islam is not inherited as a title but merited by decision." - Idris Omeiza

-----

বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আযাদের বই বাতিল না করে বরং মোকচেন্দুল মোমেনিন, কাঁচাচুল আমিয়া, বেহেস্তী জেওর, মওদুদীর বই-পুস্তক, বাচাল সাইদীর অডিও-ভিডিও ক্যাসেট এগুলোকে বাতিল ঘোষণা করে মার্কেট থেকে সম্পূর্ণরূপে বাজেয়াপ্ত করা। এইসব সোর্স ছাড়া সাইদীর মতো লোকদের ওয়াজ করা অসম্ভব, আমিনীর মতো লোকদের জিহাদের হাঁক দেওয়াও অসম্ভব! অতীতে যা হবার হয়েছে, অতি শীঘ্র এই কাজগুলি সমাধা করা উচিত। এরপর ধীরে ধীরে ট্র্যাডিশনাল হাদিস রিলেটেড বই-পুস্তক সম্বন্ধেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত এবং সম্ভব হলে ট্র্যাডিশনাল হাদিসকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে আলাদা করে শুধু ইতিহাসের দলিল হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে ট্র্যাডিশনাল হাদিস ইতিহাসের কিছু দলিল-প্রমাণ ব্যতীত অন্য কিছু তো নয়। ধর্মের কোন অংশ হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। আজগুবি ধরণের সব বই-পুস্তক ও ট্র্যাডিশনাল হাদিস সাধারণ মানুষদের জন্য যেমন জগদল পাথর স্বরূপ তেমনি আবার ধর্মব্যবসায়ীদের ‘ব্যবসার মূলধন’!

‘ধর্মের নামে’ জগদল পাথরের মতো যে জিনিসগুলি মেজরিটি মানুষের মনে জেঁকে বসেছে সেগুলিকে ছাঁটাই করতে পারলেই ইসলাম ধর্মের বিশাল এক রিফর্মেশন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আমি গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ করবো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আজগুবি টাইপের উপরোল্লিখিত বই-পুস্তক, ট্র্যাডিশনাল হাদিস, ও নোংড়া মানসিকতার ধর্মব্যবসায়ীরা না থাকলে তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আযাদ, আরজ আলী মাতব্বরদের জন্মই হতো না (ইন আইডিওলজিক্যাল সেন্স)। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবাবো আমি ভেবে দেখার অনুরোধ করবো।

Qur'an doesn't recognize the traditional Hadiths!

আজ থেকে ৫০০০ (?) বছর আগে মনু-বুদ্ধা ব্যক্তিগত জীবনে কি করেছেন, ৩০০০ বছর আগে মোজেস কি করেছেন, ২০০০ বছর আগে যীশু খ্রীষ্ট কি করেছেন, আর ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদ কি করেছেন; সেটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। সেগুলো ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তাঁদের সাথে সমসাময়িক মানুষদের বোঝা-পড়ার বিষয়। তাঁদেরকে ধরে নিয়ে এসে এই যুগে আমরা বিচার করতে পারি না। ইট ডাজ নট মেক সেন্স! বরং তাঁরা সবাই কি রেখে গেছেন এবং সেগুলি আমাদের যুগে কোন কাজে লাগানো যায় কি না সেটাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অতীতের ভালো কিছু (Kernel), ইফ এনি, গ্রহণ করা অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক হবে কেন?

যারা আগপিছ কোন কিছু না ভেবেই যেমন বলে যে ধর্মগ্রন্থের সবকিছু অক্ষরে-অক্ষরে সকল-সময়ের-জন্য প্রযোজ্য (বা পালন করতেই হবে) তারা যেমন অন্ধ, আবার যারা গভীরভাবে না ভেবেই ধর্মগ্রন্থগুলোকে সম্পূর্ণরূপে গার্বের্জ করতে চায় তাদেরও র্যাশনালিটি নিয়ে সন্দেহ আছে!

ধরা যাক একজন মানুষ নিউইয়র্ক শহরে বাস করছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মগ্রন্থকে সম্পূর্ণরূপে গার্বের্জ করেছেন, ধর্মগ্রন্থের কিছুই মানেন না। কিন্তু তার বাসায় ৩৬” টিভি, ডিভিডি, মিউজিক প্লেয়ার, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মোবাইল ফোন, ল্যান্ড ফোন, এসি ইত্যাদি আছে। ইচ্ছে করলেই টিভিতে কোন মুভি বা খেলা দেখতে পারছেন। সেটা ভালো না লাগলে মিউজিক প্লেয়ারে ভালো কোন গান শুনতে পারছেন। তাও ভালো না লাগলে ফোনে কোন বন্ধুর সাথে খ্যাজুরে আলাপ করতে পারছেন। তাছারাও ইচ্ছে হলেই নাইট ক্লাব বা অন্য কোথাও ভ্রমণে যেতে পারছেন। ইন্টারনেটে ইচ্ছেমত ব্রাউজ করে এনওয়াই বাংলা, মুক্তমনা, সাতরং, সদালাপ, ভিন্নমত ইত্যাদি ওয়েবসাইট থেকে সুন্দর সুন্দর লেখা পড়তে পারছেন। তার এরকম আরো অনেক এন্টারটেইনমেন্টের সুযোগ-সুবিধা আছে। এভাবে সময় কাটিয়েই তিনি অভ্যস্ত। এখন যদি হঠাৎ করে সবগুলো সুযোগ-সুবিধা (অধিকার) কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন! আমি তো ভাই ইন্টারনেট ছাড়া একদিনও কল্পনা করতে পারি না!

এখন যাদের সেই নিউইয়র্ক বাসীর মত সুযোগ-সুবিধা নেই তারা কি করবে? তারা কিভাবে সময় কাটাবে? আমরা কি কোনভাবে তাদের সাহায্য করছি? নিউইয়র্ক শহরে থেকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে হয়তো বড় বড় তত্ত্ব আউড়ানো যেতে পারে কিন্তু তাতে কি সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর বাস্তব কোন পরিবর্তন আসবে? মোটেও না। কিন্তু এরাও তো মানুষ, এদেরও তো সময় কাটানোর জন্য কিছু সোর্স দরকার, নয় কি? ফলে ধর্মের কিছু রিচুয়্যালকে (আলবৎ ফ্রি) সম্বল করেই তারা সময় কাটায়। এটাই তাদের কাছে এন্টারটেইনমেন্ট! তাদের এই এন্টারটেইনমেন্ট কেড়ে নেওয়ার অধিকার আমাদের কে দিয়েছে? আমরা কি সেই নিউইয়র্ক বাসীর সুযোগ-সুবিধা (অধিকার) কেড়ে নিতে পারবো?

হ্যাঁ এমন যদি হয়, সেই নিউইয়র্ক বাসী যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তার একটা অংশ যদি গ্রামের এক দরিদ্র মানুষকে অফার করে তাকে যদি পূজা-পার্বণ-নামাজ-রোযা ছেড়ে দিতে

"I may disagree of what you say, but I will defend to the death your right to say it" - Voltaire

বলে সেক্ষেত্রে না হয় সেই দরিদ্র মানুষটা ভেবে দেখতে পারে। *আমরা কি এরকম 'বেটার' কিছু অফার করতে পেরেছি? শুধু শুধু ফাঁকা বুলি আউড়িয়ে কোন লাভ নেই!*

ধর্মগ্রন্থগুলো তো আর টুপ করে আকাশ থেকে নেমে আসেনি। ফলে আপনি-আমি ছুট করে চাইলেই ধর্মগ্রন্থগুলো ঝাঁক বেধে আকাশের দিকে আবার উড়াল দেবে না! স্টেপ-বাই-স্টেপ ফিলটার আউট করতে হবে। এটাই বৈজ্ঞানিক প্রসেস। বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় সর্বপ্রথমে প্লুটো গ্রহ নিয়ে গবেষণা শুরু করে নাই! তারা পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে চাঁদ, মঙ্গল, বৃহস্পতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে জিনিসটা হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষের রক্ত্রে রক্ত্রে পৌঁছে গেছে সেটাকে অতি সহজেই মুছে ফেলা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতই শুনায়। ধর্মগ্রন্থগুলো একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এসেছে, এবং কে জানে, অন্য কোন প্রসেসের মধ্যে দিয়েই একদিন হয়তো তার অবসান ঘটবে? *এর জন্য সর্বাগ্রে দরকার সুশিক্ষা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, ও গণসচেতনতা।* ধর্ম কোন কাঁচের পাত্রও নয় যে হাতুড়ি দিয়ে ধাম করে একটা বারি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা যাবে! রিয়্যালিটি তো বুঝতে হবে!

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মগ্রন্থের কিছু কিছু স্লকের উর্ধে উঠে মানুষে-মানুষে সৌহার্দপূর্ণভাবে সহাবস্থান করাই সবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এটাই প্রগ্রেসিভনেস।

সবাইকে ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com

**Part-1:** [http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual\\_thoughts1.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual_thoughts1.pdf)

**Part-2:** [http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual\\_thoughts2.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual_thoughts2.pdf)

**Part-3:** [http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual\\_thoughts3.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual_thoughts3.pdf)

**Part-4:** [http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual\\_thoughts4.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual_thoughts4.pdf)

**Part-5:** [http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual\\_thoughts5.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual_thoughts5.pdf)

**Part-6:** [http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual\\_thoughts6.pdf](http://www.mukto-mona.com/Articles/raihaan/unusual_thoughts6.pdf)